NOV. 17 2001

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৪

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি নিয়োগের ফাইল এখনও প্রধানমন্ত্রীর স্বাক্ষরের অপেক্ষায়

এ টি এম রফিক ।। দেশের ৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি নিয়োগ হলেও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি নিয়োগের ফাইল এখনও প্রধানমন্ত্রীর স্বাক্ষরের অপেক্ষায় রয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি নিয়োগের জন্য দু'জনের নাম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। খুলনার জনগণ বৃহত্তর খুলনার একজন অভিজ্ঞ ভিসি পেতে আগ্রহী।

ফাইলে প্রোভিসি'র নাম প্রস্তাব না থাকায় প্রোভিসি'র নামের প্রস্তাব পাঠানোর জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে বলা হয়েছে। যে কারণে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি নিয়োগের ব্যাপারটি দু'একদিন পিছিয়ে গেছে।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি'র জন্য খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন অভিজ্ঞ প্রফেসর ডঃ গোলাম আলী ফকির ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ডঃ কাদের ভূঁইয়ার নাম প্রস্তাব আকারে পাঠানো হয়েছে।

প্রস্তাবে একজন অভিজ্ঞ ও সিনিয়র প্রার্থী প্রফেসর ডঃ গোলাম আলী ফকির বৃহত্তর খুলনার বাসিন্দা এবং খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় আন্দোলনের একজন অন্যতম ব্যক্তিত্ব। বিগত আওয়ামী সরকারের সময়ে শত নাগরিক কমিটির অন্যতম বুদ্ধিজীবী হিসেবে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছেন। তাছাড়া তিনি ছিলেন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সফল ভিসি ও উন্নয়নের কারিগর।

অপরজন নরসিংদীর বাসিন্দা। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতিমান প্রফেসর। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএনপি'র সমর্থিত শিক্ষক সমিতির নেতা। তবে তিনি ভিসি'র দায়িত্ব কখনও পালন করেননি। তিনি বিএনপি'র মহাসচিব, মন্ত্রী জনাব মান্নান ভূঁইয়ার নিকট আত্মীয়।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি বৃহত্তর খুলনার এক খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ নিয়োগ হোক তার পক্ষে মতামত দিয়েছেন খুলনা বিভাগের প্রায় সকল সংসদ সদস্য। তারা অভিমত প্রকাশ করে বলেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃহত্তর ঢাকার, রাজশাহীতে বৃহত্তর রাজশাহীর, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃহত্তর চট্টগ্রামের এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃহত্তর ঢাকা বিভাগের খ্যাতিমান শিক্ষাবিদদের ভিসি-প্রোভিসি পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে খুলনা অঞ্চলের জনগণ চান খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি পদে বৃহত্তর খুলনার যোগ্য, অভিজ্ঞ, খ্যাতিমান শিক্ষাবিদকে ভিসি নিয়োগ করা হোক।

একই সাথে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রোভিসি প্রফেসর জাফর রেজা খানের ছাত্র ও জুনিয়র শিক্ষক জনাব কাদের ভূঁইয়াকে ভিসি নিয়োগ করলে জনাব খানও পদত্যাগ করে চলে যেতে পারেন বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সূত্র জানায়। তাছাড়া খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক প্রফেসর রয়েছেন যারা অনেক সিনিয়র জনাব কাদের ভূঁইয়ার চেয়ে।